তারিখ ... 14 MAY 2017
পৃষ্ঠা ... ১১ ... ২ ......

## রাজনৈতিক বিবেচনায় নয়

# মেধা ও যোগ্যতায় উপাচার্য নিয়োগ দিন

রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ পাওয়া বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) উপাচার্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের আন্দোলনে বড় একটি সময়জুড়ে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। শুধু বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, বিভিন্ন সময়ে উপাচার্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদেরও। শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের চেয়ে উপাচার্য বিরোধিতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠায় স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ নিয়ে গত শনিবার সহযোগী দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

এ ব্যাপারে শিক্ষাবিদরা বলেছেন, নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও দক্ষতার চেয়ে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় নিয়োগ পাওয়া উপাচার্যদের অনেকেই ঠিকমতো বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করতে পারেন না। এ প্রক্রিয়ায় নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্য সব সময়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের দলীয়করণ ও নিয়োগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়মে জড়িত থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছেলে রাজনৈতিক কর্তাদের তোষণ কার্যে লিপ্ত থাকেন। ফলে তাদের নেতৃত্বে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিস্থিতি বজায় থাকে না তেমনি শিক্ষা ও শিক্ষার মান বজায় রাখাও সম্ভব হয় না।

অবৈধ নিয়োগ-বাণিজ্য, সিন্ডিকেট, স্বজনপ্রীতি, আর্থিক অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতাসহ নানা ধরনের অভিযোগ রয়েছে এসব উপাচার্যের বিরুদ্ধে। উপাচার্য নিয়োগে দলীয়করণের শুরু হয়েছিল ১৯৯১ সালে বিএনপি আমলে। সে সময় বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সরিয়ে দেয়া হয়। রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতায় মূলত দলীয় মেধা ও যোগ্যতাহীন ব্যক্তিদের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। রাজনৈতিক আনুগত্য থাকার কারণে নিয়োগ পাওয়া এসব উপাচার্য নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো প্রতিষ্ঠান চালিয়েছে। নিয়ম ভেঙে নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষক নিয়োগ দেয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক অনিয়ম এদের নিয়মিত প্র্যাকটিস। এদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে নানা ধরনের অপকর্ম এবং সন্ত্রাস করে বেড়ায়।

২০০৮ সালে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতায় উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রায়ই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যবিরোধী বিক্ষোভের খবর পাওয়া গেছে। আর এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে অসংখ্যবার। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল বেশ কয়েকবার। এতে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে বারবার। আর ছাত্রলীগের দলীয় কোন্দল, মারামারি, হানাহানি তো আছেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতায় উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজকতা চলতেই থাকবে এবং স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হবেই। বাস্তবতা হলো, যতদিন না উপাচার্য নিয়োগে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা বন্ধ হবে, ততদিন এরকম চলতেই থাকবে।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ও শান্তি বজায় রেখে শিক্ষাকে উচ্চমানে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপাচার্য পদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই উপাচার্য নিয়োগ দিতে হবে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে। রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতায় উপাচার্য নিয়োগ দেয়া বন্ধ করতে হবে। রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতায় উপাচার্য নিয়োগ দেয়ার অপসংস্কৃতি বন্ধ করে মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের সংস্কৃতি চালু করতে হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.........................
তারিখ.........................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর